বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত শামাসের যশোরের 'সূর্যের হাসি' ক্লিনিক পরিদর্শন

ঢাকা, ২১শে নভেম্বর -- বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জুডিথ শামাস গতকাল (রোববার) যশোরে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) অর্থায়নে পরিচালিত 'সূর্যের হাসি' ক্লিনিক পরিদর্শন করেন। পরিবার কল্যাণ সমিতি এই পরিদর্শনের আয়োজন করে। তিনি ক্লিনিকের কর্মীদের সাথে কথা বলেন এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাদি ঘুরে দেখেন। তিনি প্রজনন, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য ক্লিনিকে আগত বেশ কিছু মহিলা ও শিশুদের সাথে মিলিত হন। তিনি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে যুক্তরাষ্ট্র সরকার, বাংলাদেশ সরকার ও স্থানীয় বাংলাদেশী বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সফল সহযোগিতায় গর্ব প্রকাশ করেন। তিনি এনএসডিপি'র ৩৫টি বেসরকারি সংস্থার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ বেসরকারি সংস্থা হিসেবে শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় পরিবার কল্যাণ সমিতি-খুলনার প্রশংসা করেন।

এনজিও সার্ভিস ডেলিভারি প্রোগ্রাম (এনএসডিপি) পরিবার কল্যাণ সমিতি (পিকেএস)-যশোরসহ ৩৫টি অংশীদারী বেসরকারি সংস্থার সাথে কাজ করে এবং ৩১৭টি ক্লিনিকে বাংলাদেশী জনগনের মধ্যে উচ্চ মানসম্পন্ন ও স্বল্প ব্যয়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে। এনএসডিপি বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) সর্ববৃহৎ প্রকল্প। প্রায় দু'কোটি লোক এ প্রকল্প এলাকায় সূর্যের হাসি ক্লিনিকে সেবা গ্রহণ করে থাকে।

প্রখ্যাত সমাজ কর্মী অ্যাডভোকেট তৌহিদুর রহমান পরিবার কল্যাণ সমিতি-যশোরের প্রধান হিসেবে কাজ করছেন। ক্লিনিকটি প্রতিদিন গড়ে একশ' রোগীকে সেবা প্রদান করে থাকে এবং এই সংস্থা ২৭টি ভ্রাম্যমান ক্লিনিক পরিচালনা করে। জাকাত ফান্ডে প্রদত্ত অর্থ ও পরিবার কল্যাণ সমিতি-যশোর পেয়ে থাকে যার মাধ্যমে ক্লিনিকটি অতি দরিদ্র লোকজনদের খুবই কম বা বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানে খরচ করে।

'সূর্যের হাসি' ক্লিনিক এবং অন্যান্য এনএসডিপি অংশীদার প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতি মাসে বিশ লাখেরও বেশী গ্রাহককে স্বাস্থ্য সেবা এবং প্রতি বছর দশ লাখেরও বেশী গ্রাহককে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়া, প্রতি বছর দু'লাখেরও বেশী গর্ভবতী মহিলা গর্ভকালীন সেবা নিতে এসব কেন্দ্রে আসে। যে সব এলাকাগুলোতে 'এনএসডিপি' কাজ করে, সেখানে বসবাসরত প্রায় তিন চতুর্থাংশ শিশুকে

'এনএসডিপি' তাদের শৈশবকালীন টিকা প্রদান করেছে। এই প্রকল্পের আওতাধীন শহরাঞ্চলে বসবাসরত প্রায় অর্ধেক শিশু এবং গ্রামাঞ্চলে এক তৃতীয়াংশ শিশুকে 'এনএসডিপি' তীব্র শ্বাস কষ্টের জন্য চিকিৎসা প্রদান করেছে। বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণই হচ্ছে এই শ্বাস কষ্ট।

এই ক্লিনিক পরিদর্শন উপলক্ষ্যে মিজ শামাস ২৬ খন্ড ভিসিডি সম্বলিত শিশুদের শিক্ষামূলক টেলিভিশন শো 'সিসিমপুর'-এর একটি পূর্ণাঙ্গ সেট প্রদান করেন। যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) অর্থায়নে নির্মিত এই টেলিভিশন শো একটি বাংলাদেশী প্রযোজনা যাতে বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করতে এদেশের লেখক, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও শিল্পীদের তুলে ধরা হয়েছে। সচল ও অ্যানিমেশন-এর সমন্বয়ে পুতুল নাচের মাধ্যমে নির্মিত 'সিসিমপুর' গত এপ্রিল মাস থেকে প্রচার শুরু হয়। এই টেলিভিশন শোটিতে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য বাংলা ভাষা এবং সৃষ্টিধর্মী শিক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রচারের শুরু থেকে 'সিসিমপুর' দেশব্যাপী অত্যন্ত জনপ্রিয় শিশুদের টেলিভিশন অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে এবং যে কোন টেলিভিশন অনুষ্ঠানের অন্যতম সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে। 'সিসিমপুরের' এই টেলিভিশন সিরিজ ক্লিনিকের বিশ্রামাগারে প্রদর্শিত হবে যার মাধ্যমে ক্লিনিকে শিশুদের স্বাগত জানানো হবে। ক্লিনিকে আগত এসব শিশুদের অনেকেরই টেলিভিশন দেখার সুযোগ হয় না। এনএসডিপি এই 'সিসিমপুর' টেলিভিশন সিরিজ সকল 'সূর্যের হাসি' ক্লিনিকে বিতরণের পরিকল্পনা করছে যাকে মিজ শামাস "কর্মে সফলতার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

==========

জিআর/ ২০০৫

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov (New) এ যোগাযোগ করুন।*